পাঁচ চোরকে গ্রেফতার করল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর: চেহারা এতটাই রোগা যে দরজা, জানালার ফাঁক দিয়ে অনায়াসে গলে যেত সে। আর ভাইয়ের এই শরীরকে সম্বল করে একের পর এক বাড়ি সাফ করত দাদা। বছর বারোর সেই ভাই সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হলে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। নাবালককে পাঠানো হয়েছে হোমে।

ঘটনার সূত্রপাত মাস কয়েক আগে। বহরমপুরের অভিজাত এলাকার একের পর এক বাড়িতে একই কায়দায় চুরির ঘটনা ঘটছিল। কোনও দরজা, জানালা না ভেঙেই খোয়া যাচ্ছিল মূল্যবান সামগ্রী। দিনকয়েক আগে বহরমপুরের পদ্মা পুলিশ আবাসনেই তিনটি বাড়িতে চুরি হয়। নড়েচড়ে বসে পুলিশ। শুক্রবার নাবালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই খোঁজ মেলে দলের বাকি পাণ্ডাদের। চুরির মাল পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় আরও এক মহিলাকে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে বহরমপুর, লালবাগ, লালগোলা থেকে ৮০ গ্রাম সোনা, ৭০০ গ্রাম রুপো, ছটি কম্পিউটার মনিটর, একটি টিভিসহ নগদ দশ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, বছর বারোর ওই নাবালক কাগজ কুড়ানোর কাজ করত। সেই সুযোগে বিভিন্ন এলাকায় কোন বাড়ি ফাঁকা রয়েছে সে ব্যাপারে খোঁজখবর নিত। তা জানাত তার দাদা বিধান সাহাকে। তারপর গভীর রাতে হানা দিত ''টার্গেট'' করা বাড়িতে। পুলিশ জানায়, বিধানই দলের মূল পাণ্ডা। তার হাত ধরেই নাবালক ভাইয়ের চুরি বিদ্যায় হাতেখড়ি হয়। ড্র

ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত ছিল কি না। বাকি চোরাই মাল কোথায় রাখা হয়েছে।

টিজেএপিএসকে এসকে'র নাম করে প্রতারণা বন্ধ হোক

স্টাফ রিপোর্টার: তপশিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষিবিকাশ শিল্প কেন্দ্রের নাম করে বেকারদের চাকরির দেওয়ার নাম করে যে প্রতারণার কাজ চলে আসছিল তা অতি শীঘ্র বন্ধ হবে আশা করা যায়। স্থায়ীকরণের দাবি নিয়ে অনেকেই এই সোসাইটির নাম করে প্যারালালভাবে কাজ করে আসছিল। প্রশ্ন ছিল কারটা বৈধ ও সঠিক। আদালতের লড়াইয়ে কার জয় হয় সেটাই দেখার। কল্যাণ কুমার মাইতি আদালত থেকে সরকারি ওয়েবসাইটের পরবর্তী পদক্ষেপের নির্দেশ পেয়েছিলেন গত ইং ২০.১২.২০১৭ তারিখ। কল্যাণ মাইতিকে তার প্রেসিডেন্ট বলে দাবি রেখেছেন। যে কিনা এতদিন কল্যাণ কুমার মাইতি থেকে আলাদা বলে দাবি করে এসেছিল।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে

স্টাফ রিপোর্টার: স্বচ্ছ ভারত অভিযানে সচেতনতা দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দোমোদর দাস মোদীর বার্তা সচেতনতা প্রকল্পে 'স্বচ্ছ ভারত' অভিযানে শামিল হলেন ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া গেট এলাকার নবীন হিন্দী পুস্তকালয়ের সদস্যরা। এতে নেতৃত্ব দেন শিক্ষক প্রদীপ চৌধুরি। ভদ্রেশ্বর গেট থেকে কৃষ্ণপট্টি রাস্তার মোড় পর্যন্ত ১ কিলোমিটার রাস্তা সাফাই ও ডেঙ্গি সচেনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি নেওয়া হয়। হিন্দী ভাষাভাষী এলাকায় এদিন সহযোগিতায় ছিলেন অরুণ সিং, অরুণ সাউ, বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য বেবি তেওয়ারি, রবীন্দ্র শর্মা ও মনোজ তেওয়ারি প্রমুখ।

হাওড়ার অমর সংঘের পুজোর থিম কুমোরপাড়ার গরুর গাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা: আজ আরও একটা উৎসবের হাতছানি। হাতছানিতা আসলে প্রতি বছরের। মাতৃপক্ষের সূচনায় বাংলা আজ স্বপ্নপুরি। রাজপ্রাসাদ, অট্টালিয়া থেকে শুরু করে মা এখন ফুটপাথের ছেঁড়া বিছানাতেও। প্রকৃতির মেঠো বাতাসে মা এখন আগমনীর সুর। যার ভোরাই ভুলিয়ে দেয় সব ক্লেশ। আসছেন মা। রাস্তায় রাস্তায় রঙিন অনুভূতি তার প্রমাণ। ছোট-বড় সব পুজো মণ্ডপে এখন চলছে জোরদার প্রস্তুতি। তবে ভিন্ন স্বাদের পুজোই এখন মানুষকে কাছে টানে। যদি মফঃসলের শহুরে পরিবেশে এক চিলতে গ্রামীণ ভাবধারা ফুটিয়ে তোলা যায় তাহলে তো কথাই নেই। মানুষ আগে সেইখানেই ছুটবে। ঠিক সেরকমই পরিবেশ ফুটে উঠবে এ বছরের দুর্গা পুজোয় হাওড়ার মহিয়াড়ি মাজীপাড়া অমর সংঘের পুজো মণ্ডপে। আঠাশতম বর্ষে এবছর তাঁদের পুজোর থিম কুমারপাড়ার গরুর গাড়ি। শিশু

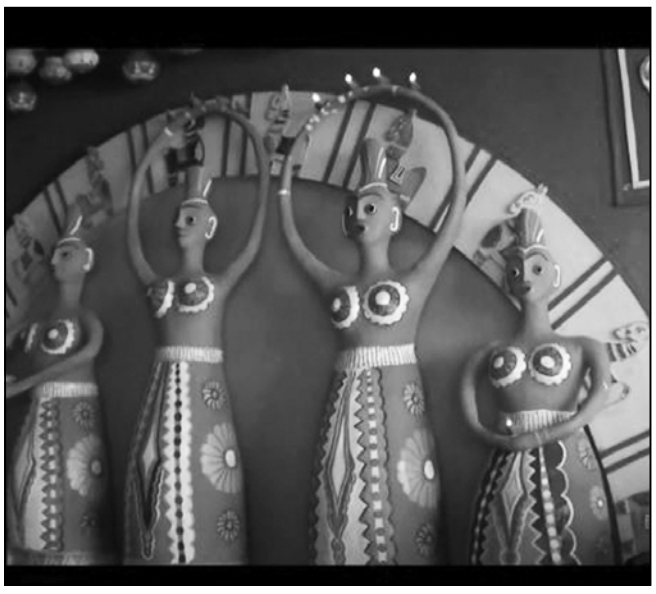

বয়সের পাঠ্যপুস্তকের সেই ছড়ার বিষয়বস্তু ফুটে উঠবে এবার তাঁদের পুজোমন্ডপে।

পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কৌশিক ভট্টাচার্য ও আর্তেয়ী মাজী জানান, মন্ডপে বিশাল আকার একটি গরুর গাড়ি বানানো হয়েছে। সেই গাড়িকে টানছে গরু। ঘোড়া, খড়ের চালা, হাট সবই দেখানো হবে এই পুজোয়। এই পুজোর থিমে চারিদিকে ফুটে উঠবে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার পটশিল্প বলে তাঁরা জানান।

হাওড়ার মহিয়াড়ি মাজীপাড়া অমর সংঘের এবারের পুজোর বাজেট প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। মণ্ডপ ও প্রতিমা শিল্পী বাবলু মণ্ডল। ইতিমধ্যেই এই পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকায় উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে। উৎসুক মানুষ এখন থেকেই ভিড় করছেন এই পুজোমণ্ডপে। এই পুজো মণ্ডপে। এবছরজেলার সেরা পুজোর তালিকায় থাকার ব্যাপারে আশাবাদী ক্লাব সদস্য রাজেশবাবু থেকে শুরু করে সকলে।

কুন্দখালিতে শারদোৎসবে ব্রতী অনন্যাদেবী

তুষার পাটোয়ারী

প্রতি বছরের মতো এবারেও শারদোৎসবে ব্রতী দঃ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের কুন্দখালির অনন্যা দেবী। সম্পূর্ণ মাটির তৈরি গহনা, প্রতিমা এবং আলোকসজ্জা দেখতে হলে দর্শনার্থীদের আসতেই হবে কুন্দমালির দুর্গামাতার মোড়ে। ষষ্ঠ বর্ষে পদার্পণ করেছে এবারের পুজো। কুলতলি থানা সর্বজনীন দুর্গোৎসব সমন্বয় কমিটির বিচারে সেরা প্রতিমাগুলির মধ্যে অন্যতম এই পুজো। এই পুজোর উদ্বোধন করবেন কুলতলি ব্লক তৃণমূল সভাপতি গোপাল মাঝি, কুলতলি থানার পুলিশ আধিকারিক। পুজোর দিনগুলিতে এই পুজো পরিদর্শনে যেতে পারেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী মন্টুরাম পাখিরা। প্রতি বছরের মতো এবারেও পুজোর সময় নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হবে বলে জানান এই পুজোর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বাসুদেব প্রামাণিক। তিনি বলেন, পুজোটি বাড়ির পুজো হলেও বাদীবাঁধমোড়ের (দুর্গামাতার মোড়) এই পুজো সর্বজনীন পুজোর রূপ নিয়েছে। এবারেও অনন্যা দেবী বৈষ্ণব সেবায় ব্রতী হয়েছেন। গোবিন্দ মণ্ডল আশ্রম, ও কাওড়াখালির বিমল মণ্ডল

আশ্রমকে সাহায্য করছে পুজো কমিটি। এছাড়া গঙ্গামেলা ও অন্যান্য পুজোয় পুষ্পসহ অন্যান্যভাবে সাহায্য করেন তিনি। সব মিলিয়ে কুলতলির এই পুজোয় সামিল প্রতিটি মানুষকে পুজোর দিনগুলিতে খুশিতে রাখার মতো প্রচেষ্টা ও মায়ের পুজোর যাতে সব মানুষ শামিল হতে পারেন সেই চেষ্টা করেন অনন্যাদেবী ও তার পুত্র-কন্যা সব ধর্মের মানুষ এই পুজোয় সামিল হন। পুজোর দিনগুলি সকলের ভাল কাটুক এই বার্তা দিলেন বাসুদেববাবু।

মোহনপুর এলাকায় তৃণমূল সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি: শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের এক সদস্যের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য উত্তর ২৪ পরগনার মোহনপুর বামনপুর এলাকায়। মৃত ছাত্রের নাম দিগন্ত সরকার। সে পলতা পিএন দাস কলেজের বি.এ. তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিল। বান্ধবীর ফোন আসায় রবিবার বিকেলে বেরিয়ে যায় সে। রাতে অসুস্থ অবস্থায় ট্রেন লাইনের উপর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে দিগন্তকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। মৃতের পরিবারের অভিযোগ তাকে খুন করা হয়েছে। অভিযোগ দায়ের হয়েছে থানায়। মোহনপুর বামনপুর এলাকার বাসিন্দা দিগন্ত সরকার। রবিবার স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করছিল সে। মাঝে হঠাৎ ফোন আসে তার কাছে। জানা যায় প্রেমিকা ডাকায় তাকে তখনই যেতে হবে। পিকনিক থেকে বিকেলের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ে সে। এরপর দিগন্তর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি বলে দাবি তার বন্ধুদের। রাতে দিগন্তের এক বন্ধুর কাছে ফোন আসে। সেই ফোনেই জানা যায় পলতা ও ব্যারাকপুরে মাঝে রেল লাইনে দিগন্ত পড়েছিল। অসুস্থ অবস্থায় তাকে ভর্তি করা হয়েছে বি.এন.বসু মহকুমা হাসপাতালে। খবর পেয়ে বন্ধুরা হাসপাতালে পৌঁছে দেখে মৃত্যু হয়েছে দিগন্তর।

ব্যবহারে নয় ভালবাসার সবকিছু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাকদ্বীপ: কাকদ্বীপ ইয়ং ফাইটার্স ক্লাবের এবারের পুজোর থিম্ 'ব্যবহারে নয় ভালবাসায় সবকিছু'। দেবী দুর্গা সহ সকলের বাহনকে নিয়েই থিম্। মর্ত্যে আসতে চাইছে না বাহনেরা। বাহনের বহু ঝামেলা লেগে আছে মর্ত্যে। কি জলে কি স্থলে সর্বত্র ঝামেলা। আসা-যাওয়া নিয়ে সাতদিন। কেরালায় ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষতি। আবার চতুর্থীতে বঙ্গোপসাগরেও ঝড়। যাইহোক শিব-পার্বতী আলোচনায় বসেছেন। বাহনদের বুঝিয়ে সুজিয়ে যাতে মর্ত্যে আনা যায়। ইয়ং ফাইটার্স ক্লাবের প্যান্ডেল (৩৩) ফুট-প্যাঁচার আদলে তৈরি হচ্ছে। পাতা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে সমস্ত বাহনের কাজ। একথা জানালেন শিল্পী বাপ্পা সিং; সাময়িক সমস্যায় প্যান্ডেলের কাজ আটকে গেলেও সমস্যা মিটে গেছে। অন্যত্র পাতা দিয়ে কাজ চলছে। দ্রুত প্যান্ডেলের কাজ শেষ হবে। তবে বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ পুজো উদ্যোক্তাদের ভাবাচ্ছে।

২০ তম বর্ষপূর্তি গ্রুপ থিয়েটার সমীপেষুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: সম্প্রতি হাওড়ার গ্রুপ থিয়েটার সমীপেষু ২০ বছরে পর্দাপণ করল। শরৎ সদনে ২নং হলে অনুষ্ঠিত হল উদ্বোধন অনুষ্ঠান। প্রথমে নাট্যকার বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ হাওড়ার ২০টি দলকে সম্মান জানানো হয়। এরপর দুই দিন এ চারটি নাটক প্রদর্শন করে সৌমেন পাল রচিত ফেসবুক কেলেঙ্কারি মৃত্যুর স্বাদ, ক্যাট কাস নির্দেশনায় বাদল দে দর্শকদের আনন্দ দিতে পেরেছেন বলে দাবি করেন সংস্থার সম্পাদক সুমনবাবু।

তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে হামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর চব্বিশ পরগনা: তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় লক্ষ্য করে বোমা ছোড়ার অভিযোগ। রবিবার ভোর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার কামারহাটিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কামারহাটির ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে টিচারস কলোনিতে হামলা চালায় দুষ্কৃতীরা। তিনজন যুবক বাইকে চড়ে এসে বোমাবাজি করে। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় লক্ষ্য করে দু'টি বোমা ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। পরে আরও একটি বোমা ছোড়া হয়। এরপর এলাকায় দুই রাউন্ড গুলি চালায় তারা। বোমা-গুলির শব্দ শুনতে পেয়ে স্থানীয়দের অনেকেরই রাতে ঘুম ভেঙে যায়। জানলা খুলে ফাঁক দিয়ে বিষয়টি দেখার চেষ্টা করেন অনেকে। তবে ভয়ে কেউ বাড়ির বাইরে বেরোতে পারেননি। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, তিন যুবক এসেছিল। তাদের প্রত্যেকেরই মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। তাই তাদের চিনতে পারা যায়নি। ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত রয়েছে কামারহাটির টিচারস কলোনি। এই ঘটনায় কারা জড়িত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

ওয়েস্ট বেঙ্গল পিডব্লুডি এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের উদ্যোগে পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নববস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : আগামীর পথ চলার মূলমন্ত্র হোক মানবিকতা। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে নদীয়ার পর এবার কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ৮নং মুস্তাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুনোরের মুক্তমঞ্চে শারদোৎসবের পূর্বে ওই অঞ্চলের ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছিয়ে পড়া পরিবারের প্রায় ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মুখে হাসি ফোটাতে তাদের হাতে নববস্ত্র তুলে দিল ওয়েস্ট বেঙ্গল পিডব্লুডি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন।

সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সঞ্জিৎ সেনগুপ্ত বলেন, কর্মচারীদের দাবিদাওয়া আদায়ের পাশাপাশি সরকারি কর্মচারী হিসাবে আমাদের সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকা উচিত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের অসহায় ও গরিব দুঃখী মানুষের কথা চিন্তা করে অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তাদের পাশে ভরসা দেওয়ার জন্য দাঁড়াচ্ছেন তা দেখে আমরাও চুপ করে বসে থাকতে পারিনি। তাই আমাদের সাধ্য অনুযায়ী বাংলার বিভিন্ন জেলার পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে শারদোৎসবের পূর্বে হাসি ফোটাবার জন্য নিজেদের বিবেককে কাজে লাগিয়ে মানবিকতার পথ বেছে নিয়েছি। তিনি বলেন, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য হল কাউকে হাসতে দেখা। তার চেয়েও ভাল লাগবে, যদি আমরা জানতে পারি আমাদের কারণেই একজনের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। তাই সকলের মুখে হাসি ফোটাবার ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব নয়, যদিও অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব বা ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে চলেছেন। আমাদের আরও বেশি করে এই ধরনের কাজে এগিয়ে

আসতে হবে। তিনি বলেন, যারা মানবতার জন্য কাজ করছেন তারা অর্থ, নাম-ডাকের জন্য করেন না। তারা কাজ করছেন তাদের মনের শান্তির জন্য। কারণ একজন মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর মাঝে শান্তি নিহিত আছে তা যে অন্য কোথাও নেই। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির রাজ্য সম্পাদক অসীম ঘোষ বলেন, ওয়েস্ট বেঙ্গল পিডব্লুডি এমপ্লয়িজ ফেডারেশন যেভাবে মানবিক উদ্যোগে ব্রতী হয়েছেন তা আজকের যুগে ভীষণভাবে প্রয়োজন। এই শুভ কর্মযজ্ঞের আলোকে আলোকিত হোক পিছিয়ে পড়া পরিবারের শত শত শিশুর প্রাণ।

সুডোকু মেলাও বুদ্ধি বাড়াও

	2	9		3		8	4	
5					1			
	8		2	7			6	3
		2	8			7	1	4
		3				6		
8	4	5			7	2		
2	1			4	5		9	
			3					7
	9	7		6		4	5	

গতকালের সমাধান

2	3	7	6	1	8	4	9	5
9	5	1	7	3	4	6	2	8
4	8	6	2	5	9	3	1	7
7	1	9	4	2	5	8	3	6
6	4	3	1	8	7	2	5	9
5	2	8	3	9	6	1	7	4
8	7	2	5	6	3	9	4	1
3	6	5	9	4	1	7	8	2
1	9	4	8	7	2	5	6	3

আবহাওয়া

পূর্বাভাস: মঙ্গলবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে যথাক্রমে ৩৪ ডিগ্রি ও ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। **তাপমাত্রা:** সোমবার সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৩৬ ডিগ্রি ও ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। **আপেক্ষিক আর্দ্রতা:** সর্বাধিক ৫৩ শতাংশ। **সূর্যোদয়:** ঘ ৫।৩০, **সূর্যাস্ত:** ঘ ৫।১৬ **জোয়ার:** সকাল ৮:৫৫। **ভাটা:** দুপুর ১.৪২।

— সমাধানের নিয়ম —

এমন ভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে যেন প্রতিটি সারিতে ও প্রতিটি কলমে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

সোনা-রুপোর বাজার দর

	টাকা
পাকা সোনা (১০ গ্রাম):	৩১,৬৮৫
গহনা সোনা (১০ গ্রাম):	৩০,০৪০
হলমার্কগহনা: (২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম):	৩০,৪৯০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি):	৩৯,৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি):	৩৯,৭০০

সৌজন্যে: পশ্চিমবঙ্গ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাজার দর (মূল্যযুক্ত কর আলাদা)।

বিড়ম্বিত

এই পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপন ও তার বিষয়ে কোনও দায়িত্ব আমরা স্বীকার করিনা এবং আমাদের ওপর বর্তায় না।

- সম্পাদক

শেয়ার সূচক

BSE 34,474.38▲ (+97.39)
NIFTY 10,348.05▲ (+31.60)

শব্দলিপি- ১৩৩৫

গুরুপ্রসাদ ঘোষাল

পাশাপাশি ঃ ১। জেলে, জলেই জীবিকা যার ৩। ভয় দেখানো, তর্জন ৬। অকারণে ক্রোধ ৮। রাজার বাড়ি ১০। অনিষ্ট ১২। 'ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদেরই—' ১৪। বাঞ্ছিত ১৫। লাজুক

উপরনীচ ঃ ১। হারজিত ২। প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রের পদ্ধতি ৩। মন্থণাদাত্রী ৫। নীচে নামা ৭। আকাশতল ৯। ছাগবদন রাজা ১১। সাজগোজ ১৩। দেবগাভী

সমাধান ঃ শব্দলিপি - ১৩৩৪

পাশাপাশি ঃ ১। আরামবাগ ৪। মর্ম ৫। জামাতা ৭। দল ৮। রতন ১০। আসর ১৩। বন ১৪। ননন্দা ১৫। নন্দ ১৬। রমা মমতা

উপরনীচ ঃ ১। আজিজার ২। গদাধর ৩। নির্মল ৪। মদন ৬। তাপস ৯। তপন ১০। আনন্দ ১১। রবিবার ১২। নন্দা মিতা ১৩। বনশ্রী

শব্দলিপি নির্মাতাদের প্রতি ঃ একটি বিশেষ ছক ও পাঁচটি সাধারণ ছক আছে। যাঁরা শব্দলিপি পাঠাতে চান, তাঁরা একপাতায় সমাধানসহ ছক ও অন্য পাতায় সূত্র এবং সূত্রের সমাধান লিখে পাঠাবেন। মনোনীত হলে প্রকাশিত হবে।

- বিভাংশু দত্ত, সম্পাদক, 'শব্দলিপি' বিভাগ।

ভাগ্যলিপি

মেষ কাজের চাপ বাড়বে। গৃহ পরিবেশ অনুকূল থাকবে।

বৃষ সন্তানের জন্য সাময়িক চিন্তা বাড়বে। পিতা-মাতা'র শরীর-স্বাস্থ্য বিষয়ে যত্ন নেওয়া আবশ্যক।

মিথুন আজ ধারে কোনও ক্রয়-বিক্রয় করবেন না।

কর্কট কর্মপ্রার্থীদের কর্মলাভের ইঙ্গিত আছে।

সিংহ একাধিক উপায়ে ধনাগমের যোগ আছে। শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। পেশাগাত বিভাগে সাফল্য আসবে। কোনও সম্পর্ক ছিন্নও হতে পারে।

কন্যা সহকর্মীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার আগামী দিনে উন্নতির কারক হবে গৃহস্থান অনুকূল থাকবে। মধ্যপান করবেন না।

তুলা হঠকারী মানসিকতার জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

বৃশ্চিক কোনও নিকট আত্মীয়ের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনা থাকবে। প্রিয়জনের ব্যবহারে মনঃকষ্ট হতে পারে।

ধনু গৃহে শুভ কাজ হবার যোগ আছে। স্বামীর-স্ত্রী'র মধ্যে ঐক্যভাব বজায় থাকবে।

মকর মাঝে মাঝে জটিলতা যুক্ত হবে। অর্থাগম হবে। কথা ও ব্যবহারে সংযত হওয়া প্রয়োজন। গৃহে অতিথি সমাগম হবে। শরীর ভালো যাবে না।

কুম্ভ কর্মরতদের উচ্চ পদলাভের সম্ভাবনা আছে। জেদের বশে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবে না।

মীন সন্তানের স্বাস্থ্য বিষয়ে রত্ন নেওয়া দরকার। পেশা সূত্রে দূরে যাবার সম্ভাবনা আছে।